দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 09 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শিক্ষার অনুরাগ থেকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় খুব কমই হয়েছে

–ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

এম এইচ রবিন ●

প্রবীণ শিক্ষাবিদ ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, শিক্ষার অনুরাগ থেকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় খুব কমই হয়েছে। এত যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন, তা শিক্ষা-বিস্তারের বা অনুপ্রেরণার জন্য নেওয়া হচ্ছে না। এর অনুপ্রেরণা হচ্ছে বাণিজ্যের। এটি বিপজ্জনক কথা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গতকাল আমাদের সময়ের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। ড. সিরাজুল ইসলাম বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর মান সম্পর্কে আমরা মোটেও নিশ্চিত হতে পারছি না। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলটাইম শিক্ষকের খুব অভাব। কোনো-কোনোটিতে একটি ভালো মানের লাইব্রেরিও নেই। গবেষণার জন্য সুযোগ নেই। উচ্চশিক্ষা তো গবেষণা ছাড়া হতে পারে না। বেসরকারিতে লেখাপড়া ব্যয়বহুল উল্লেখ করে এই শিক্ষাবিদ বলেন, এগুলো চলে বাণিজ্যিকভাবে। এই যে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, আমি ধরে নিচ্ছি সবই বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। হয়তো দু-একটি ব্যতিক্রম হতে পারে। কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে বেতন নেওয়া হচ্ছে, এটি অবাস্তব। শিক্ষার্থীদের অন্যান্য খরচও আছে। এই দিকটা দেখতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার নামে বাণিজ্য হচ্ছে। কোচিং সেন্টার থেকে শুরু করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। কিন্তু এর প্রতিকার দরকার। প্রতিকার হচ্ছে– পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ানো দরকার। সিরাজুল ইসলাম আরও বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের বিষয়টি এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

শিক্ষার অনুরাগ থেকে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) হচ্ছে বাণিজ্যিক, অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যদি কোনো শিক্ষাবিদ থাকে, সেটার পেছনে টাকাওয়ালা লোকও থাকে। কারণ এরকম সহজ, অল্প ও ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগে প্রচুর মুনাফা করার জায়গা অন্য কোথাও নেই। এটা খুব ভালো ব্যবসা। কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে, বাণিজ্য ও শিক্ষা এক জিনিস নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই বিষয়গুলো পড়ানো হয়, যেগুলো বাণিজ্যিক, বাজারে দাম আছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নাম ব্যবহার করে, নামকাওয়াস্তে চলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বলেন, এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫টি। হয়তো ১০০টিতে পৌঁছবে। কিন্তু এগুলোয় লেখাপড়ার মান বাড়ছে না। এখন প্রয়োজন হলো আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আরওও বাড়ানো। কেননা, চাহিদা আছে। এত এত সংখ্যক ছেলেমেয়ে যাবে কোথায়? এরা বিদ্যমান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় জায়গা পায় না।